তারিখ 17 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

সংবাদ

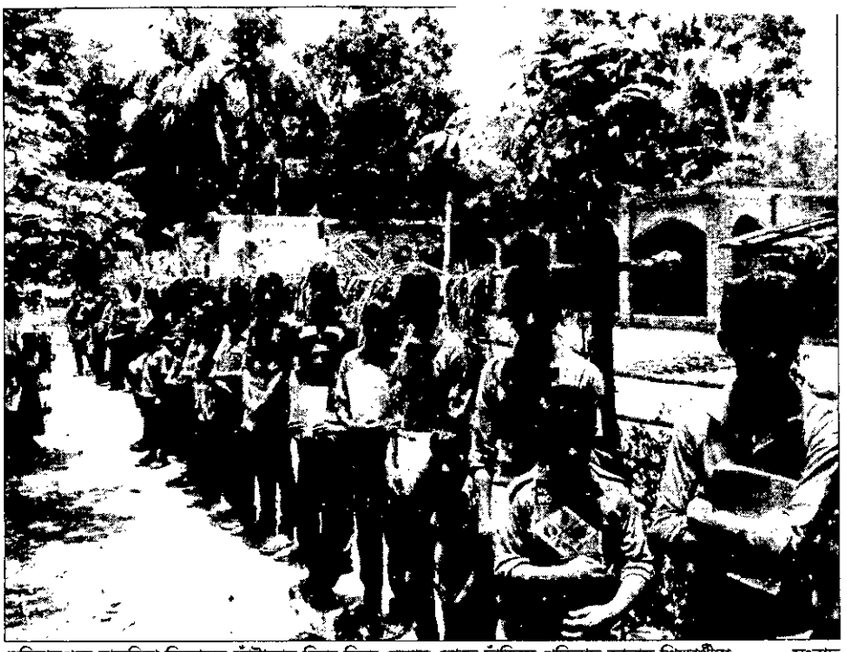

মনিরামপুরে ঢাকুরিয়া বিদ্যালয় কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে দেয়ায় রোদে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানায় শিক্ষার্থীরা –সংবাদ

মনিরামপুরে জমি বিবাদে স্কুল ভবনে বাঁশের বেড়া

দু'শতাধিক শিক্ষার্থীর লেখাপড়া ব্যাহত

প্রতিনিধি, মনিরামপুর (যশোর)

মণিরামপুরে চার দিন যাবৎ একটি বিদ্যালয় ভবন কাঁটা ও বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে জবর দখল করে রেখেছে দুর্বৃত্তরা। এতে ওই বিদ্যালয়ের দু'শতাধিক কোমলমতি শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছে শিক্ষার্থী, শিক্ষকসহ অভিভাবকরা।

সরেজমিন জানা গেছে, উপজেলার ঢাকুরিয়া কিন্ডার গার্টেন স্কুল ভবন ও জমি অবৈধভাবে দখল করে কাঁটা ও বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে দুর্বৃত্তরা।

চার দিন যাবৎ ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে।

বিদ্যালয়টি ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ২০০৯ সালে ক্রয়কৃত ১৫ শতক জমির উপর ২০১৩ সালে ভবন নির্মান করে সুনামের সাথে নার্সারি হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। সম্প্রতি ওই জমির মালিকানা দাবি করে স্থানীয় ব্রহ্মপুর গ্রামের বলয় মন্ডল ও বিমল মন্ডল আদালতে একটি মামলা করেন। ওই মামলায় নিম্ন আদালতে স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুকূলে রায় হলে তারা পুনরায় উচ্চ আদালতে আপিল করেন। সেখানেও একই রায় বহাল থাকে। পরবর্তীতে তারা হাইকোর্ট একটি আপিল করে যা এখনো বিচারাধীন রয়েছে।

ওই স্কুলের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে গত শনিবার স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান দুর্গাপদ সিংহ, ইউনিয়ন আ'লীগ সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান এরশাদ আলী, সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল ইসলাম সাজ্জাদসহ গন্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে স্কুল প্রাঙ্গণে শান্তিপূর্ণ বৈঠক চলছিলো। এ সময় পূর্ব পরিকল্পিতভাবে জনৈক আহাদ আলীর নেতৃত্বে একদল বহিরাগত সন্ত্রাসী জোরপূর্বক স্কুলটিতে তালা ঝুলিয়ে দেয় এবং গোটা স্কুল ক্যাম্পাস কাঁটা ও বাঁশ দিয়ে ঘিরে দেয়। এ সময় সন্ত্রাসীরা স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হাদীউজ্জামানকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। স্থানীয়রা ইউপি চেয়ারম্যান দুর্গাপদ সিংহ জানান, ওই গ্রামের মৃত রামপদ মন্ডলের ওয়ারেশ রাধু দাসী ওরফে বুচিসহ তার চার কন্যা ওই জমির প্রকৃত মালিক বলে আমরা জেনে আসছি, নিম্ন আলাদতও সেই রায় দেন।

পরে বলয় মন্ডল ও বিমল মন্ডল নামের দুই ব্যক্তি ওই জমির মালিকানা দাবি করে হাইকোর্টে আপিল করেছেন বলে শুনেছি। যা বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হাদীউজ্জামান জানান,'অনেক কষ্ট করে প্রতিষ্ঠানটি দাড় করিয়েছি। হঠাৎ সন্ত্রাসীরা আমাকে লাঞ্ছিত করে স্কুলটি দখল করে নিয়েছে। এব্যাপারে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছি। কিন্তু কোন প্রতিকার পাইনি।' মণিরামপুর থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথ জানান 'স্কুলের অধ্যক্ষ হাদীউজ্জামানের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আদালত ১৪৪ ধারা জারি করেছে।